দৈনিক বাংলা

CC5

তারিখ 01 MAR 1986
..... কলাম

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি

01 MAR 1986

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

২। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী গবেষণার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তির উন্নয়ন ঃ

এটা নিম্নোক্ত উপায়ে সম্ভব ঃ

ক। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট সংখ্যক বিজ্ঞানী ছাড়াও যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রকৌশল কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যালোচনা ইত্যাদির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক রসায়ন প্রকৌশলী যন্ত্র প্রকৌশলী তড়িৎ প্রকৌশলী ও কৃষি প্রকৌশলী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ। প্রতিটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ এবং বিপণন গবেষণা বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩। গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহে দায়িত্ব পালনের বাধ্যকতা পর্যালোচনার

কতা পর্যালোচনার ব্যবস্থা ঃ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীগণ, গ্রুপ ও টিমসমূহ এবং প্রতিটি গবেষণা কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের সার্বিক ফলাফলের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। গবেষণা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে বাধ্যবাধকতা থাকবে।

আমাদের অনগ্রসর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহারিক গবেষণার উপরই অধিক প্রাধান্য আরোপ বহাল থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সীমিত তাত্ত্বিক গবেষণা অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে, কারণ এটা ব্যবহারিক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের ভিত্তিকে সুসংহত করে। তবে এরূপ গবেষণা কেবল অতি উচ্চমানের মেধাসম্পন্ন ও প্রতিভাবান বিজ্ঞানী কর্তৃকই পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাত্ত্বিক গবেষণা উচ্চমানের যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি গড়তে এবং সমস্যার উদ্ভাবনামূলক সমাধান প্রদান করিতে সহায়তা করে।

৪। জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উন্নতমানের গবেষণার জন্য উন্নত গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষণাগার/উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন ঃ এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রে উচ্চতর পর্যায়ে প্রশিক্ষণের সুবিধাদি এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থাদি থাকবে। তবে বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ গবেষণাগার/ উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন পরিহার করা হবে। বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে ঃ যেমন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, বার্ক ইত্যাদিকে উৎকর্ষ কেন্দ্রের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য এগুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ ও যুক্তিসঙ্গতভাবে বিরাজমান সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা হবে। তবে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে বায়োটেকনোলজি বা জৈব প্রযুক্তির প্রভূত সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। কম্পিউটার ও লেজার প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

বিদ্যালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়ন ঃ এই প্রচেষ্টার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

ক। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে বিজ্ঞান ও গণিত সম্পর্কিত সহজ ধারণাদি গড়ে তোলার প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং বিজ্ঞানের বহুমুখী চরিত্র প্রতিফলিত হয়।

খ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রাথমিক উপকরণ যেমন—যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক শ্রেণী কক্ষ ও গবেষণা সরঞ্জামসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পুস্তক ও সাময়িকী শিক্ষক-সহায়ক সরঞ্জামাদি ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

গ। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চতর পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পর্যাপ্ত সুবিধা ও যথাযথ ব্যবস্থাদি থাকতে হবে।

ঘ। বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন নির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এ ক্ষেত্রে সরকারী বৃত্তির উদার আনুকূল্য থাকবে।

ঙ। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ ক্রমাগত শিক্ষার সুবিধাদি প্রবর্তন করা যেতে পারে এবং এই লক্ষ্যে গ্রন্থাগার সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করতে হবে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষণাগার ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের প্রশিক্ষণ ঃ জনশক্তি প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি উন্নয়নের একটি অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রণীত মূলনীতির লক্ষ্য নিম্নরূপ হইবে ঃ

ক। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণের গবেষণার দক্ষতার ক্রমাগত উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুসারে দেশে ও বিদেশে পর্যায়ক্রমিক ভিত্তিতে সর্বস্তরে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

খ। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অপরাপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সমাজের সমস্যাদি অনুধাবন করিতে পারে এবং দেশের উৎপাদনব্যবস্থা ও সংস্কৃতিক ধারার সহিত তাহাদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হয়, সেই লক্ষ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠানে যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।

গ। উৎপাদন ও বিপণনের সহিত গবেষণা ও উন্নয়নের সংযোগ রক্ষাকারী বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন ও কর্মসূচী প্রণয়ন।

ঘ। অবিরত প্রশিক্ষণ, শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিশেষতঃ উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত গবেষক ও কারিগরদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

ঙ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে দেশজ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনামূলক দক্ষতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

চ। দক্ষ জনশক্তির নির্গমনস্থ মেধা-পাচার সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা এবং এই সমস্যার সমাধানে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রের দক্ষ জনশক্তির বহির্গমন রোধ এবং দেশগঠনমূলক কাজে নিয়োগ করা যায়।

ছ। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডক্টরেট কর্মসূচীর বিকাশসহ সমগ্র দেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের যোগ্যতার উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ।

জ। স্থানীয়ভাবে গবেষণাধর্মী ডিগ্রীপ্রাপ্তগণকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান।

ঝ। শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা ও সম্মেলনে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সৃজনশীল জ্ঞানার্জনের পথ সুগমকরণ।

দেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাজীবী, প্রযুক্তিবিদ, ব্যবস্থাপক ও দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি ছাড়াও নেতৃত্ব ও উন্নয়ন ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উচ্চমানের জনশক্তি সৃষ্টি করাও আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রধানত 'সহযোগী প্রতিষ্ঠান'—সুলভ সম্পর্কের ভিত্তিতে যুগপৎ স্বদেশে এবং বিদেশে সম্পন্ন করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ঃ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে ঃ

ক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে প্রতিভাবান ও শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীগণকে আকৃষ্ট করতে হবে।

খ। দেশে কর্মরত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণকে সর্বোচ্চ জাতীয় বেতনক্রমে উপনীত হওয়ার সুযোগদান করতে হবে এবং এমন মূল্যায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অসাধারণ অবদানের ভিত্তিতে একটি পদ বহাল থেকেও তাঁরা আরও উচ্চতর বেতনক্রম লাভ করার সুযোগ পেতে পারেন।

(ক্রমশঃ)